নেপথ্যের কাহিনী

▣ সুদেষ্ণা নাথ

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির

সারা পৃথিবী জুড়েই চিকিৎসকদের 'ঈশ্বরের দূত' অথবা 'দ্বিতীয় ভগবান' বলে আখ্যায়িত করা হয়। ভারতবর্ষ আস্থা ও সংস্কৃতির দেশ। প্রাগৈতিহাসিক কালের চরক সুশ্রুত থেকে শুরু করে এযুগের বিধানচন্দ্র রায় অব্দি চিকিৎসকেরা মানুষ্যসমাজে দ্বিতীয় ঈশ্বর রূপেই পূজিত হতেন। হতেন বলছি এই কারনেই যে,আমরা অতি সাম্প্রতিক কালেই আমাদের দ্বিতীয় ঈশ্বরকে তার পূজোর আসন থেকে বিতাড়িত করে মানুষ্যেতর পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত করে ফেলেছি। একটা ছোট উদাহরন দিয়ে বিষয়টা হয়তো ব্যাখ্যা করা যাবে।

হরিপুর গ্রামের এক অস্বচ্ছল পরিবারের গৃহবধু সুমতি এ নিয়ে অষ্টমবারের জন্য গর্ভবতী। পরপর তিন কন্যাসন্তানের জন্ম হবার পর আরো চার বার গর্ভধারন করেছিল সুমতি। তবে গাঁয়ের ধাই এর কাছ থেকে কবিরাজী ঔষধ খেয়ে গর্ভপাত করিয়ে নেয় সে। গ্রামের অদূরেই অবশ্য হরিপুর প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র। তবে "মায়ের কোলে বাইচ্চা হইবো, এতে আবার ডাক্তার হাসপাতালের কি দরকার?" এমনটাই সুমতির পরিবারের কর্তার অভিমত। প্রসব বেদনায় কাতর সুমতি ১৮ ঘন্টা যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করার পর ধাইমা যখন হাল ছেড়ে দিলেন, তখন সুমতিকে নিয়ে আসা হল প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে। ঝড় বাদলের মরশুম, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে বিদ্যুৎসংযোগ নেই গত ৩ দিন যাবৎ। একজন নার্স ও একজন সাফাইকর্মীকে নিয়ে দিনে ২৪ ঘন্টা-বছরে ৩৬৫ দিন ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছেন স্বাথ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবু।অবস্থা সঙ্কটজনক বুঝে নিয়ে।সুমতিকে বীরচন্দ্র মহকূমা হাস্পাতালে তৎক্ষনাৎ স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন ডাাক্তারবাবু মহকুমা হাস্পাতালের ডাক্তারবাবু রোগীনির শারিরীক অবস্থা যাচাই করে বললেন,--- "রোগীর শরীরে রক্ত খুবই কম, পেটে বাচ্চা উল্টভাবে রয়েছে,অপারেশন করতে হবে। এখানে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ নেই, ব্লাড ব্যাঙ্ক-ও নেই। "অগত্যা, সুমতিকে নিয়ে আসা হল এবারে রাজ্যের বৃহত্তম সরকারি হাসপাতালে। ততক্ষনে রোগীনির স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটে গেছ। কর্তব্যরত ডাক্তারেরা রোগীনিকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারেলেন,--জরায়ুর মাংশপেশী ছিড়ে আভ্যন্তরিন রক্তক্ষরন হচ্ছে, মা ও শিশু দুজনেরই প্রাণ সংশয়। তড়িঘড়ি করে নিয়ে আসা হল Operation Theatre-এ। কিন্তু সুমতির রক্তের গ্রুপ AB positive যা ব্লাড ব্যাংকে নেই। সুমতির স্বামীকে ডাক্তারবাবুরা জানালেন,যে করেই হোক রক্ত জোগাড় করতেই হবে, না হলে Operation এর টেবিলেই রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। পরীক্ষা করে জানা জায়, রোগীনির পরিজনদের মধ্যে একজনের রক্তের গ্রুপ AB positive কিন্তু তিনি রক্তদানে অসম্মত হলেন। কর্তব্যরত একজন চিকিৎসক নিজে এগিয়ে এসে রক্তদান করলেন। প্রাণ ফিরে পেল সুমতি ও তার পুত্রসন্তান। মৃত্যুর সঙ্গে সম্মুখে সমরে জয়ী হয়ে ডাক্তারদের মুখে তৃপ্তির হাসি--- রোগীনির পরিজনদের মনে আনন্দের জোয়ার।

Operation Theatre থেকে বেরিয়ে এসে রোগীনির স্বামীকে ডাক্তারবাবুরা বললেন -

মা ও শিশু সুস্থ আছেন। কিন্তু মায়ের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে তার জরায়ু কেটে বাদ দিতে হয়েছে। একটু শুনেই সুমতির স্বামীর চেহারায় আনন্দের রেশ কাটিয়ে আক্রোশের অভিব্যাক্তি ফুটে উঠল। পরিজনেদের মধ্যে একজন বলে উঠল,- "তারার আর কিতা, দরকার থাকুক আর নাই থাকুক, খালি অপারেশন করিলাইত। রক্ত নাই.....বাচ্চা উল্টা...ইতা তো ছুতা।" ডাক্তারবাবু এইসব কথায় কান না দিয়ে আবার রোগীদের চিকিৎসায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শিশুর জন্মের পরই মায়ের বুকের গাঢ় দুধ শিশুকে খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। সুমতির শ্বাশুরিমা বললেন,--"আমরা কিতা আর পুলাপান মানুষ করসি না ? সব কিতা হেই ডাক্তার বেডা কইয়া দিব।" নাতির চাঁদপানা মুখ দেখে ঠাকুমা সদ্যজাতের মুখে মধু ঢেলে দিলেন। একথা অবশ্য ডাক্তারবাবু জানতেও পারলেন না। রাতে সুমতির ছেলের ভীষন শ্বাসকষ্ট শুরু হল। শিশুটিকে তৎক্ষনাৎ NICU-তে স্থানান্তরিত করা হল। কর্তব্যরত ডাক্তাররা মিলে সারারাত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করার ফলে যখন শিশুটির প্রাণের সংশয় কেটে এল, তখন তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।সুমতি ও তার পরিজনদের বুঝানো হল যেন ভুল করেও বাচ্চাকে মুখে দুধ বা অন্যকিছু না খাওয়ানো হয়, তাহলে বিপদকে আমন্ত্রন জানানো হবে।

"আজকালকার ডাক্তাররা আর কি বুঝে। বাইচ্চার লাইগ্গা মায়ের দুধ হইল মহাঔষধ.....সব রোগ সাইরা যাইব দুধ খাওয়াইলে। "পাড়ার সবচেয়ে বিচক্ষন কাকাবাবুর পরামর্শে সুমতি তাই করল।কর্তব্যরত একজন নার্স তা দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে সুমতিকে বিরত করল। কিন্তু বিপদ ততক্ষনে ঘনিয়ে এসেছে...কিছুক্ষনের মধ্যেই শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢল পড়ল। তীব্র শ্বাসকষ্টের মধ্যে স্তনপান করনোর ফলে মায়ের বুকের দুধ শিশুর ফুসফুসে জমে যায়,যার ফলে অনাকাঙ্কিত ভাবেই শিশুটির মৃত্যু ঘটে। ডাক্তারাও তো রক্তমাংসে গড়া মানুষ, তাদেরও তো মন আছে।সদ্য সন্তানহারা মাকে একথা জানাতে প্রাণে বাধল তাদের। নিজের বুকের দুধ খাওানোর জন্য তার বাচ্চা মারা গেল, এটা কোন মা-ই মেনে নিতে পারবে?

শোকস্তব্ধ সুমতি নিস্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ছেলের মুখের দিকে। সুমতির শাশুরিমা বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন-"মাইরা লাইল রে...আমার বংশের প্রদীপটারে ডাক্তারে, মায়ে দুধ খাওয়াইলে বুঝি বাইচ্চা মইরা যায়! আমরা কি আর লেখাপড়া জানিনা!" পরিজনদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, (তিনিই যিনি রক্তদানে অসম্মত হয়েছিলেন)- "আমি তো আগেই কইসি, হাসপাতালে আইতানা-- ইডি কিতা ডাক্তার নি ? পইড়া পাশ করসে নি ইতানে ? ঐ...কই গেলি রে... ভাইঙ্গালামু ছাতার হাসপাতাল। ডাক্তারটা কই? কোন গাতাত্ গিয়া মুখ লুকাইসে?

পরদিন খবরের কাগজে শিরোনাম--

"চিকিৎসায় ফের গাফিলতি ঃ শিশুমৃত্যুকে ঘিরে উত্তাল হসপাতালে।" অন্যে এক সংবাদপত্রে তাতে-- অহেতুক রাজনৈতিক রং চড়িয়ে খবর ছাপলো,--"বেগুনী আমলে স্বাস্থ্য পরিসেবা তলানিতে।" পিছিয়ে নেই Social Media -ও আজকের সচেতন প্রজন্ম দোষী ডাক্তারের video করে Facebook-এ upload করে লিখল,

"A true monster behind an innocent face...killed a 2 days old baby...yet shameless!"

নেপথ্যের সত্যিটা কোথায় যেন চাপা পড়ে গেল। আমরা হয়তো তর্ক করতে পারি...ডাক্তারদের ঘাড়ে হাজারটা দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের পিঠ চাপড়ে বাহ্‌বা দিতেই পারি। তবে এটাও ঠিক হাজারটা দোষ ডাক্তারের হলে একটা দোষ আমাদের নিজেদেরও। আমরা যেদিন, ডাক্তারদের দোষ দেখার পাশাপশি নিজেদের একটা হলেও দোষ দেখতে -সেটা স্বীকার করতে সর্বোপরি তার সংশোধন করতে পারব, সেদিনই ডাক্তার রোগীর সম্পর্কের প্রভূত স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটবে। ডাক্তার নামক মনুষ্যেতর প্রানীটি মনুষ্যসমাজে মাথা তুলে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারবে।